Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-II, January 2023, Page No.24-30
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজিকে ফিরে দেখা

বিমল কুমার দত্ত
সহকারি অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

In the modern sense, Gandhi was not an environmentalist because he didn't come up with a green ideology. Still, Gandhi's green ideas show a new way to balance people's needs with the natural world's needs. His ideas about Satyagraha, which is based on truth and nonviolence, simple living, and development, show that we can develop in a way that doesn't hurt nature or other people.

Gandhi thought that the industrialization of modern society had a big effect on both people and the environment. In his book Hind Swaraj, released in 1909, he called modern civilization "satanic." He argued that modern society constituted a terrible amount of violence against nature.

A sustainable society can be achieved by following the guidelines outlined by Mahatma Gandhi. "Swachhta hi Seva" (cleanliness is service) was an idea that was very important to Gandhiji. This desire for cleanliness isn't just about how someone looks on the outside, though. It's also important to look at how clean someone is on the inside. Thus, a corruption-free, more transparent and accountable society and clean roads and toilets are necessary for a clean India.

Keywords: Gandhi, Environment; Satyagraha; Modern Civilization; Sustainable Development; Clean India.

পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে প্রশ্ন টি আমাদের সবার মনে উদয় হয় তা হল -গান্ধীজী কি পরিবেশবাদী ছিলেন? এর উত্তর একইসঙ্গে হ্যাঁ এবং না। কেননা প্রথমেই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে তিনি আধুনিক অর্থে ঘোষিত কোন পরিবেশবাদী ছিলেন না। কারণ তিনি পরিবেশ-দর্শন বা ব্যবস্থায় এমন কোন মৌলিক তত্ত্ব তৈরি করেননি যা কঠোর ভাবে বর্তমান পরিবেশ বিজ্ঞান এর আওতায় পড়ে। কিন্তু তাঁর জীবনাদর্শ, চিন্তা-ভাবনা ও কাজের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পরিবেশ।

সমগ্র বিশ্ব আজ ভয়াবহ এক পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের সম্মুখীন। পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের মূল কারণ সম্পর্কে আমরা আজ অনেকেই অবহিত যে, এর মূলে রয়েছে শিল্পায়ন, নগরায়ন, পরিবহন ও আধুনিক জীবনযাপন এবং কিছু পরিমাণে আধুনিক কৃষি কার্যক্রম। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ পৃথিবীর প্রাকৃতিক

সম্পদের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করেছে – যা প্রাকৃতিক সম্পদের যোগানকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড় করিয়েছে। এছাড়া বিত্তশালী সমাজের লোভী ও চরম ভোগবিলাসও পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের পথকে প্রশস্ত করেছে। প্রযুক্তির বিকাশ আমাদের সভ্যতার অগ্রগতিতে অনেক পরিমাণে সহায়ক হলেও একই সঙ্গে আমাদের পরিবেশকে অস্বাস্থ্যকর করে তুলেছে। তাই বর্তমানে পরিবেশগত পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশগত নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে। আমরা প্রতিনিয়ত প্রয়োজন ও চাওয়ার নামে প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করে চলেছি। আসলে এর পেছনে রয়েছে আমাদের মাত্রাতিরিক্ত লোভ। আমরা লোভের বশবর্তী হয়েই প্রকৃতিকে শোষণ করে চলেছি দিনের-পর-দিন। পরিবেশগত অবক্ষয় এবং দূষণের মূলে রয়েছে ধনী সমাজের সীমাহীন লোভ ও প্রযুক্তির বেপরোয়া ব্যবহার। তাই বর্তমানে সমগ্র মানবতা তথা সভ্যতা এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই গান্ধীজীর চিন্তাভাবনা, তাঁর আদর্শ তাঁর কর্মকাণ্ড আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে আজকের দিনে।

গত অর্ধশতাব্দী বা তারও কিছু বেশী সময়ে মানুষের মনে পরিবেশগত চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আন্তর্জাতিক স্তরে ১৯৭২ সালের 'স্টকহোম সম্মেলন' বা ১৯৯২ সালের 'রিও আর্থ সামিটে'র মত পরিবেশগত সম্মেলন প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু তারও প্রায় একশ বছর আগে গান্ধীজী তাঁর বিভিন্ন লেখাপত্রে, বক্তৃতায় ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তায় পরিবেশের জন্য তাঁর উদ্বেগের কথা বলেছেন। রঞ্জন সেন তাঁর 'গান্ধী, প্রকৃতি, পরিবেশ' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, ইনভারমেন্ট, ইকোলজি — এসব কথা গান্ধীজী কোন দিন ব্যবহার না করলেও তাঁর জীবনাদর্শ, চিন্তা-ভাবনা ও কাজের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পরিবেশ (সেন রঞ্জন ,গান্ধী, প্রকৃতি, পরিবেশ)। তাঁর গ্রাম-স্বরাজ থেকে অহিংসাচরকা থেকে স্বনির্ভরতা , কোনো কিছুই যেন পরিবেশ ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। Pravin Sheth তাঁর "The Eco-Gandhi and Ecological movements" শীর্ষক প্রবন্ধে গান্ধীজিকে "World's early environmentalist in vision and practice" বলে চিহ্নিত করেছেন। (Pravin Sheth, http://www.mkgandhi.org/environment/environment.htm). ভারতের প্রথম সফল পরিবেশবাদী চিপকো আন্দোলনের নেতা সুন্দরলাল বহুগুণা থেকে শুরু করে আশির দশকের নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটেকারের এর মত মানুষদের অনুপ্রেরণায় হয়ে উঠেছেন তিনি।

উদ্দেশ্য: এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য হলো নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষা করা:

১. গান্ধীবাদী চিন্তাধারাকে কাঠামো হিসাবে ব্যবহার করে পরিবেশগত সমস্যাগুলি সনাক্ত এবং বিশ্লেষণ করা।

২. শিল্পায়ন বা আধুনিক সভ্যতা এবং পরিবেশের উপর আধুনিক সভ্যতার প্রভাব সম্পর্কে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা।

৩. গান্ধীর গ্রাম স্ব-শাসন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণা পরিবেশগত সমস্যাগুলি পরিচালনা করতে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তা দেখা।

৪. গান্ধীজীর 'সরল জীবনযাপন এবং উচ্চ চিন্তাভাবনা' কিভাবে পরিবেশগত সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে তা খুঁজে দেখা। এবং সবশেষে

৫. আধুনিক সময়ে গান্ধীর পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা বোঝার চেষ্টা করা।

গবেষণা পদ্ধতি: বর্তমান সমীক্ষায়, সমগ্র বিশ্ব আজ যে পরিবেশগত সমস্যাগুলির মুখোমুখি হচ্ছে, তার পরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে তার প্রতিকার খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। অধ্যয়নটি তাত্ত্বিক প্রকৃতির এবং এইভাবে বেশিরভাগই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। অতএব, কাজের পদ্ধতিটি বিশ্লেষণাত্মক এবং ব্যাখ্যামূলক। অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য মুখ্য এবং গৌণ উভয় উৎস থেকেই অর্জিত হয়েছে।

গান্ধীজীর পরিবেশ সচেতনতা আমাদেরকে প্রকৃতির সাথে জনসাধারণের চাহিদার সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য একটি নতুন পথের সন্ধান দেয়। তাঁর সত্য ও অহিংসার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সত্যাগ্রহ, তাঁর সরল জীবন ধারা এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত তাঁর ধারণাগুলি আমাদেরকে পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করে এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে (Khoshoo T.N & Moolakkattu J. S, 2009)। তাই গান্ধীজীর পরিবেশ ভাবনা তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহের ধারণা, তাঁর সরল জীবনধারাআধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির মধ্যেই সন্ধান ,স্বরাজ এর ধারণা-তাঁর গ্রাম , করতে হবে।

পরিবেশ সম্পর্কে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে তিনি যে প্রেক্ষাপটে তাঁর ধারণা গুলি বিকশিত করেছিলেন সেটা বোঝা একান্ত প্রয়োজন। শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্যাপক শিল্পায়ন, পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ, শ্রমের শোষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বেপরোয়া ব্যবহার ইউরোপীয় সভ্যতা কে ব্যাপকভাবে বদলে দিয়েছিল। ফলস্বরুপ অন্যান্য দেশগুলো একই ধরনের বস্তুগত সম্পদ ও সুখের সন্ধানে তাদের অনুসরণ করেছে এবং একই সঙ্গে এই কাজটি করতে গিয়ে তারা অদৃশ্যভাবে মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে S.K.Jha তাঁর "Mahatma Gandhi-An environmentalist with a Difference" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে সমস্ত জাতির দ্বারা শিল্পায়নের বেপরোয়া এবং সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা এখন কেবল মানুষের অস্তিত্বের জন্যই নয় আমাদের গ্রহের সমস্ত জীব ও সমস্ত ধরনের প্রজাতির জন্যও গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছ। (Jha, Sreekrishna, http:// www.mkgandhi.org/environment/environment.htm).

গান্ধীজীর পরিবেশগত দর্শনের তিনটি মূল উপাদান বিদ্যমান - নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও অহিংসা। তাই বস্তুবাদ বা ভোগবাদ এর পরিবর্তে আধ্যাত্মিক আত্ম-উপলব্ধিকেই তিনি মানুষের উন্নতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে মনে করেছেন। বস্তুবাদী চাহিদাগুলি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ বিজাতীয় ধারণা ছিল। কারণ তিনি মনে করতেন এই বস্তুগত চাহিদাগুলি মানুষের আত্ম-উপলব্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে। তাই তিনি সহজ সরল জীবনযাপন ও গভীর উচ্চ চিন্তা ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে ঈশ্বর-সৃষ্ট সমস্ত জীবের প্রতি তাঁর ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর অহিংসার ধারণা সমস্ত জীবকে পরিবেষ্টন করে এবং জীবনের চিরন্তন মূল্যবোধকে তাঁর চিন্তা ও কর্মে মূর্ত করে তোলেন। Adolf Just এর বই "Return to Nature" এর দ্বারা প্রভাবিত গান্ধীজী আরো দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়েছিলেন যে, একজন মানুষ যদি সুস্থ জীবন যাপন করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পাশাপাশি গাছপালা এবং সমগ্র বাস্তুতন্ত্র সহ অন্যান্য জীবের সাথে ভাগ করে নিতে হবে। তিনি মনে করতেন যে, মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে যা যা নিয়েছে, মানুষেরও অবশ্যই প্রকৃতিতে তা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এই কারণে তিনি প্রকৃতি ও অন্যান্য জীবের প্রতি সব ধরনের হিংস্রতাকে ঘৃণা করতেন। তিনি ১৯৩৭ সালে 'হরিজন' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "I do believe that all God's creatures have the right to live as much as we have". (Weber Thomas).

আমরা আজ যে পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তার বেশিরভাগই গান্ধীজী পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে আমরা আধুনিকীকরণ ও শিল্পায়নের অমানবিক চরিত্রের প্রাথমিক সমালোচক বলে চিহ্নিত করতে পারি। Savita Singh তাঁর "Global Concern with Environmental Crisis and Gandhi's Vision" গ্রন্থে বলেছেন, নতুন মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে এবং পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানগত সংকটের কারণে মানুষের বেঁচে থাকার চেষ্টার পেক্ষাপটে গান্ধীজীর 'শিল্পায়ন ও ধ্বংসের' সতর্কবাণীর পুনঃআবিষ্কার দেখতে হবে (Singh, Savita., 1999)। গান্ধীজী ১৯০৯ সালে লেখা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিন্দ স্বরাজএ বলেছেন ' অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন এবং বস্তুবাদেরফল দেশের পক্ষে ভালো হবে না। অতিরিক্ত ফলনের আশায় জমির উর্বরতা শক্তিকে অস্বীকার করে বেশি মাত্রায় কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কেও তিনি আমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন অনেক আগেই। তাই তিনি আধুনিক সভ্যতার বিপরীতে চাহিদার সীমাবদ্ধতাকে কেন্দ্র করে একটি পরিবেশগত বা মৌলিক চাহিদার মডেল কল্পনা করেছিলেন।

গান্ধীজী দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভারত তার গ্রামে বসবাস করে। আর প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও শিল্পায়নের মাধ্যমে গ্রামের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতা কে ধ্বংস করা তাঁর কাছে পাপের সমান। সেই জন্য তিনি যুবসম্প্রদায় কে সমসাময়িক সভ্যতার ঝলকানিতে প্রলুব্ধ না হওয়ার জন্য বারবার আহ্বান করেছেন। কারণ তিনি মনে করতেন আধুনিক সভ্যতার ত্রুটিগুলি সর্বজনবিদিত কিন্তু এর একটিও সংশোধনযোগ্য নয়। তাই তিনি গ্রামীণ জীবনই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করতেন। এছাড়া তাঁর পরিবেশ ভাবনার সঙ্গে গ্রাম নির্ভর অর্থনীতির যোগাযোগও সুগভীর। এই গ্রামীণ-অর্থনীতি পরিবেশকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে চলে। কারণ গ্রামীণ সমাজের চাষ বাস থেকে শুরু করে কুম্ভকার, মালাকার, সূত্রধর, তন্তুবায়, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কাজকর্ম একান্তভাবেই গ্রামীণ প্রয়োজন মেটায়। পরিবেশ থেকেই এদের কাজ কর্মের উপাদান ও উপকরণ আহরিত হয়। এই ব্যাপারটা মাথায় রেখেই গান্ধীজী গ্রাম-ভারতের উপযোগী বিকল্প অর্থনীতির পরিকল্পনা করেছিলেন। সমাজের প্রতিটি বর্গের মানুষদের কথা ভেবে তিনি এমন একটি গ্রাম সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন - যা পরিবেশকে বজায় রেখে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ।

ঐতিহ্যবাহীরা সর্বদাই প্রকৃতিকে ঐশ্বরিক প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন এবং বলাবাহুল্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতির শোষণের বিরোধী ছিল। কারণ পৃথিবীর সকল ধর্মই সাধারণত প্রকৃতিবান্ধব। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যে গাছপালা, পশুপাখি এবং অন্যান্য জীব সহ প্রকৃতিকে অপরিসীম মূল্য দেওয়া হয়। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ মিথস্ক্রিয়ায় বসবাস করত এবং ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে প্রকৃতি মানুষের চিরন্তন বন্ধু হয়ে ওঠে। গান্ধীজী পৃথিবী মাতাকে শ্রদ্ধা করার এই ভারতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে পরিবেশের সংরক্ষণ ও পরিবেশের মিতব্যয়ী ব্যবহারের জন্য আহ্বান জানান। তিনি প্রায়ই যুক্তি দিয়ে বোঝাতেন যে, মানুষের জীবন সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই; তাই তার জীবন ধ্বংস করারও কোন অধিকার নেই। মানুষ যেহেতু অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে বেশি যুক্তিশীল ও বোধশক্তিসম্পন্ন তাই মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন।

গান্ধীজী পরিবেশ সচেতনতার যে শিক্ষা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তা শুধু তত্ত্বের আকারেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি তাঁর নিজের কর্ম-জীবনের মধ্যেও এর অনুশীলন করেছেন। তাই তিনি তাঁর আশ্রম বা বাড়ির আশেপাশের পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে S. K. Jha সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে, গান্ধীজি মানুষ-প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়াটির আদিমতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি

করেছিলেন এবং তাঁর জীবন, সমাজ ও রাজনীতির তত্ত্ব ও দর্শন এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর এই উপলব্ধি এবংমানব অস্তিত্বের জন্য প্রকৃতির সাবলীলতা এবং বার্ধক্যের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁকে পরিবেশবাদীর সমান উৎকর্ষে পরিণত করে। (Jha, Sreekrishna, http:// www.mkgandhi.org/environment/environment.htm).

গান্ধীজী মনে করতেন সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য, পরিছন্নতা, স্যানিটেশন এবং শিক্ষার মূল্যবোধের সঠিক উন্মেষ ঘটাতে পারলেই তাদের জীবনে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। তাই তিনি গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য অনেকগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন - যেমন গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্রশিল্পের ব্যাপক ব্যবহার, হস্তশিল্প ও স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের দারিদ্রতা দূর করা ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে Ramjee Singh মন্তব্য করেছেন যে, 'Gandhian model of technology and development is based more on renewable resources like animal, water, oil and solar energies etc. and less on non-renewable ones. It does not lead to environmental pollution or disturb the ecological balance. এইভাবে গান্ধীবাদী এই মডেলটি 'বর্জ্য-কেন্দ্রিক' সংস্কৃতি গড়ে তোলার পরিবর্তে 'বর্জ্য-হ্রাস' করার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। তিনি মনে করতেন আধুনিক সভ্যতা বা শিল্পায়ন মানব জাতির জন্য অভিশাপ স্বরূপ - যা লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের পরিবর্তে পরিবেশ দূষণই সৃষ্টি করবে (Singh, Ramjee,1998)।

সর্বোদয় এর অনুসারী হিসাবে গান্ধীজী সমস্ত শ্রেনীর মানুষের মঙ্গলের বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাই 'মানব জীবনের উন্নতি, এবং সমস্ত 'মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে'র ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই আগ্রহী ছিলেন। গান্ধীজী মনে করতেন যে আমরা যদি মানুষের জীবনকে উন্নত করতে এবং তাদের একটি সুন্দর জীবন দিতে চাই তবে সব ধরনের শোষণ বন্ধ করতে হবে। তাঁর এই চিন্তা ভাবনা তাঁকে একটি টেকসই সমাজ গঠনের জন্য অনেকখানি এগিয়ে রেখেছিল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গান্ধীজী কঠোর পরিবেশবাদী ছিলেন না বা তিনি পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের একটি পদ্ধতিগত মডেল তৈরি করেননি, তবুও আমরা তাঁর কাছ থেকে একটি পরিবেশগতভাবে টেকসই মডেল পেয়েছি।

জল দূষণ এবং জলের অপ্রতুলতার সমস্যা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সরকারকে গাছ কাটা এবং জলের স্তর নেমে যাওয়া প্রভৃতির মতো বড়-বড় সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে হবে। গান্ধীজী এ ব্যাপারেও খুব সচেতন ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় গুজরাটের কাথিয়াওয়ার অঞ্চলে খরা দেখা দেয়। গান্ধী প্রচুর গাছ লাগানোর জন্য চাপ দিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে এটি জলের অভাব মোকাবেলার সর্বোত্তম উপায়। ১৯৪৭ সালে দিল্লিতে একটি প্রার্থনা সভায়, তিনি দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য ঘাটতি বন্ধ করার উপায় হিসাবে সেচের জন্য জল সংগ্রহের পরামর্শ দেন। এম.এস. স্বামীনাথন কমিটি, ২০০৬ সালে, সত্যিই একই জিনিস প্রস্তাব করেছিল। তাই বলা যেতে পারে গান্ধীজী তাঁর সময়ের থেকে কয়েক দশক এগিয়ে ছিলেন (Daptardar V, 2012) ।

জার্মানির গ্রিন পার্টি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং প্রকৃতি সুরক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন পরিবেশগত টেকসই আন্দোলনের প্রতি গান্ধীর তাৎপর্য প্রদর্শন করে। মিসেস Patra Kelly, দলের একজন প্রতিষ্ঠাতা , উজ্জ্বলভাবে মহাত্মার তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, 'in a particular area of our work,

we have been greatly inspired by our Mahatma Gandhi, i.e., in our belief that lifestyle and method of production, which relies on endless supply of raw material and which use those raw material lavishly also provide motive force for violent appropriation of raw materials from other parties. In contrast, responsible consumption of raw material as a part of ecologically oriented life style and economy reduces the risk that policies of violence will pursue'. (https://www.mkgandhi.org/articles/gandhian-relevance-to-environmental-sustainability.html).

গান্ধীজী যে সমস্ত কর্মসূচি নিয়েছিলেন তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল স্বরাজ অর্জন এবং সর্বোদয় সুনিশ্চিতকরণ। যার অর্থ হলো মানব সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। গান্ধীজীর নীতি ও কর্মসূচি গুলি কে একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, তিনি আসলে ছিলেন একজন যুগান্তরকারী সমাজ সংস্কারক, একজন পথপ্রদর্শক এবং সর্বোপরি একজন দূরদ্রষ্টা। তাই একটি সুষ্ঠু সুস্থায়ী সভ্যতা গড়ে তুলতে গেলে তাঁর মতবাদকে গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর দেখানো পথে চলতে হবে।

তাই পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শহরগুলিকে অবশ্যই পরিষ্কার, সাশ্রয়ী মূল্যের এবং নির্ভরযোগ্য শক্তি পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম হতে হবে। সাম্প্রতিক নিউ আরবান এজেন্ডার ভিশন যা বলেছিল, এক শতাব্দী আগে গান্ধীজীরও একই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। মহাত্মা গান্ধী দ্বারা উল্লিখিত নীতিগুলি টেকসই সমাজের পথকে আলোকিত করে। গান্ধীজি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা স্বচ্ছতার উপর খুব জোর দিয়েছিলেন, তাঁর কাছে 'স্বচ্ছতাই হোল সেবা'। তাই সাম্প্রতিক স্বচ্ছতা ভারত অভিযানের মাধ্যমে গান্ধীজীর স্বচ্ছতার আদর্শকে বাস্তবায়িত করার অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। যাইহোক, এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানটি শারীরিক পরিচ্ছন্নতার চেয়ে বেশি এবং ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার উপর আরও জোর দেওয়া প্রয়োজন। এইভাবে, পরিচ্ছন্ন ভারতের জন্য পরিষ্কার রাস্তা, শৌচাগারের পাশাপাশি আমাদের আরও বেশি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সাথে একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রয়োজন।

মানুষ তার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেড়ে উঠতে বা উন্নতি করতে পারে না, সুস্বাস্থ্য ও শান্তি পেতে পারে না। পরিবেশ দূষিত ও অধঃপতন হলে মানুষও অনিবার্যভাবে অধঃপতন ও ভোগান্তির শিকার হয়। বর্তমানে আমরা যে আত্মনির্ভর ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখছি সে স্বপ্ন তখনই সফল হবে যখন এই কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় গান্ধীবাদী আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করা হয়।

পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, পরিবেশের সুরক্ষা মানবজাতির কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলির মধ্যে একটি। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখে আজ পৃথিবী দাঁড়িয়ে। ইন্দ্রিয় সুখের মোহ এড়াতে না পারলেও আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মানুষ নতুন করে ভাবনা চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছে। সর্বত্র, লোকেরা 'আজকের জন্য ভোগ, আগামীকালের জন্য সংরক্ষণ' স্লোগান দিচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘ যখন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা বিষয় ও সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে নানা আলোচনা চালাচ্ছিল তখন বিশ্বের অনেক নেতাই গান্ধীজীর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। একটি বিকল্প ও দীর্ঘস্থায়ী সমাজ গড়ে তুলতে গান্ধীজীর পরিকল্পনা, তাঁর কর্মসূচির কথা তখন বারবার উঠে এসেছে। যখন প্রাকৃতিক সম্পদ টেকসই মাত্রার নিচে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং পরিবেশগত উপাদানগুলি অকার্যকর হয়ে পড়ে, তখন কোনো প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ বা সামাজিক অর্থনৈতিক সংস্কার আসন্ন বিপর্যয় থেকে মানবজাতিকে বাঁচাতে সক্ষম

হবে না। তাই গান্ধীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, আমাদের অবশ্যই মৌলিকভাবে আমাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন করতে হবে এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাঁচতে শিখতে হবে। গান্ধীজীর পরিবেশবাদ ছিল ভারত তথা বিশ্বের জন্য তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রাকৃতিক সম্প্রসারণ – যা প্রাকৃতিক জগৎ থেকেই মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একেবারে প্রয়োজনীয় জিনিসটি গ্রহণ করতে চেয়েছিল (Dutta Mishra Anil, 2012)। তাঁর এই পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র প্রাচীন বিশ্বাসেরই পুনঃনিশ্চিতকরণ নয়, বরং পুঁজিবাদী শিল্পবাদ , ভোগবাদ এবং পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যাখ্যান এবং আরও পরিবেশবান্ধব মূল্যবোধের একটি নতুন ব্যবস্থার নির্মাণ।

তথ্যসূত্র:

1. Dutta Mishra Anil, Reading Gandhi, Pearson, Delhi, 2012.
2. Gandhi, M. K., Hind Swaraj, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1938.
3. Khoshoo T.N & Moolakkattu J. S, Mahatma Gandhi and the Environment, Teri, New Delhi, 2009.
4. Sheth, Pravin. Theory and Praxis of Environmentalism: Green plus Gandhi, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad, 1994.
5. Singh, Ramjee. The Gandhian Vision, Manak Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 1998.
6. Singh, Savita., Global Concern with Environmental Crisis and Gandhi's Vision, A. P. H. Publishing Corporation, New Delhi, 1999.

Website Sources:

1. Jha, Sreekrishna, Mahatma Gandhi – An environmentalist with a Difference (http://www.mkgandhi.org/environment/environment.htm).
2. Pravin Sheth, The Eco-Gandhi and Ecological movements http://www.mkgandhi.org/environment/environment.htm
3. Weber Thomas, Gandhi and Deep Ecology https://www.gandhiashramsevagram.org/gandhi-articles/gandhi-and-deep-ecology.php
4. সেন রঞ্জন, গান্ধী, পৃথিবী, পরিবেশ https://bartamanpatrika.com/detailNews.php?cID=23&nID=190305
5. Daptardar, Vaidehi, Gandhian relevance to environmental sustainability (https://www.mkgandhi.org/articles/gandhian-relevance-to-environmental-sustainability.html)